Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/12/2026 2:35 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৭ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ১২ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/12/2026 2:35 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৭ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ১২ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

এবার যুদ্ধের আঁচ মার্কিন ভূখণ্ডেও! ড্রোন হামলায় ক্যালিফোর্নিয়ার সর্বনাশ করবে ইরান, সতর্ক করল এফবিআই

লেবানন থেকে ১৭৭, কাতার থেকে ৫০০, যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে ফিরলেন ভারতীয়রা

মার্কিন তেল ট্যাঙ্কারে ইরানের হামলা! প্রাণ গেল ভারতীয়র

হরমুজ দিয়ে ভারতের তেলের জাহাজ চলাচলে অনুমতি দিল ইরান

জ্বালানি সংকটে বিরাট স্বস্তি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিরাট স্বস্তি ভারতের। যুদ্ধের ১৩ দিন পর হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় রেলের জাহাজ চলাচলে অনুমতি দিল ইরান। সূত্রের খবর, ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত শুরুর পর প্রথমবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় বন্দরে একটি তেলের জাহাজ এসে পৌঁছেছে। মুম্বই বন্দরে পৌঁছেছে সেই তেলের জাহাজ। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে আরও জানা গেছে, ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাগছি ও ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের মধ্যে আলোচনার পরেই ভারতকে এই বিশেষ অনুমতি দিয়েছে ইরান। এই আলোচনার পরেই ভারতের দু'টি তেলের জাহাজ 'পুষ্পক' ও 'পরিমল' হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতে আসার ছাড় পেয়েছে। শীঘ্রই ভারতের বন্দরে এই জাহাজ দু'টি পৌঁছবে। ভারতকে এই বিশেষ অনুমতি দেওয়া হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল ও ইউরোপের ক্ষেত্রে হরমুজ প্রণালী ব্যবহারে এখনও বিধিনিষেধ জারি রয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথভাবে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালায়। এই যুদ্ধ শুরুর পরেই হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয় ইরান। যার জেরে ভারতের অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ার আশঙ্কা শুরু থেকেই ছিল। যুদ্ধের ঝাঁঝ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এলপিজির সঙ্কটের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। দাম বেড়েছে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার এবং রান্নার গ্যাসেরও। এলপিজি সঙ্কটের আশঙ্কায় দেশজুড়ে বিরাট শোরগোল। ইতিমধ্যেই বহু বড় শহরে একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। বড় রেস্তোরাঁগুলি মেনুতেও কাটছাঁট করেছে। দাম বাড়ছে খাবারের, অটো, বাসের। পারস্য উপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের জ্বালানি পরিবহনের অন্যতম প্রধান পথ এই প্রণালীটি। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে এই পথ দিয়ে জ্বালানি পরিবহন ব্যাহত হচ্ছে। তার ফলে এলপিজি সরবরাহে তৈরি হয়েছে সমস্যা। ভারতে রান্নার গ্যাসের একটি বড় অংশ

বিরাট স্বস্তি ভারতের। যুদ্ধের ১৩ দিন পর হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় রেলের জাহাজ চলাচলে অনুমতি দিল ইরান। সূত্রের খবর, ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত শুরুর পর প্রথমবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় বন্দরে একটি তেলের জাহাজ এসে পৌঁছেছে। মুম্বই বন্দরে পৌঁছেছে সেই তেলের জাহাজ। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে আরও জানা গেছে, ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাগছি ও ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের মধ্যে আলোচনার পরেই ভারতকে এই বিশেষ অনুমতি দিয়েছে ইরান।

বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। মোট চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ এলপিজি আমদানি করতে হয়। এর মধ্যে প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ গ্যাস হরমুজ প্রণালী হয়ে দেশে আসে। দেশে বছরে প্রায় ৩১ মিলিয়ন টন এলপিজি ব্যবহার হয়। এর মধ্যে প্রায় ৮৭ শতাংশ ব্যবহার করে সাধারণ পরিবার। বাকি অংশ ব্যবহার করে হোটেল ও রেস্তোরাঁ। যুদ্ধের কারণে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে হোটেল ও রেস্তোরাঁ। অনেক রেস্তোরাঁয় বিকল্প ব্যবস্থা নেই। পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ বা বড় মাপের বৈদ্যুতিক রান্নার ব্যবস্থা অধিকাংশ জায়গায় নেই। ফলে প্রতিদিনের রান্নার জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক এলপিজির উপর নির্ভরশীল। এর ফলে শুধু বড় শহর নয়, পুনে ও পুদুচেরির মতো জায়গাতেও প্রভাব পড়ছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে মুম্বই শহরে। হোটেল সংগঠন এএইচএআর জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ শতাংশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, পরিস্থিতি দ্রুত না বদলালে আগামী দু'দিনের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ হোটেল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দাদার ও আন্ধেরির মতো জনপ্রিয় এলাকায় অনেক রেস্তোরাঁ ইতিমধ্যেই মেনু ছোট করে ফেলেছে। অনেক জায়গায় দোকান খোলার সময়ও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য একটাই, যতটা সম্ভব গ্যাস বাঁচিয়ে রাখা। এদিকে ব্যাঙ্গালুরু শহরেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেঙ্গালুরু হোটেলস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, ১০ মার্চ থেকে শহরের বহু হোটেলের কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শহরের বিখ্যাত রেস্তোরাঁ বিদ্যার্থী ভবন,এর মালিক জানিয়েছেন, মাত্র পাঁচটি গ্যাস সিলিন্ডার বাকি রয়েছে। এই গ্যাস সম্ভবত আর একদিনের বেশি চলবে না। গ্যাস বাঁচানোর জন্য ইতিমধ্যেই দুটি তাওয়া ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। এরপর গ্যাস না পেলে রেস্তোরাঁ বন্ধ করতে হবে।একই সমস্যা দেখা দিয়েছে চেন্নাই শহরেও। চেন্নাই হোটেল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, অনেক ডিস্ট্রিবিউটর বলছেন তাদের কাছে গ্যাসের মজুত নেই। ফলে বহু রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির পিছনে আরেকটি কারণ রয়েছে। এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, কেন্দ্রীয় সরকার ঘরোয়া গ্যাসের সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এর ফলে সাধারণ পরিবারের জন্য রান্নার গ্যাস-সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকার জানিয়েছে, দেশে গ্যাসের কোনও ঘাটতি নেই। তবু পরিস্থিতি সামাল দিতে রিফাইনারিগুলিকে উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গ্যাস বুকিংয়ের সময়সীমা ২১ দিন থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে। যাতে মজুত করে রাখার প্রবণতা কমে। গ্যাসের দামও বেড়েছে। দিল্লিতে একটি ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ৯১৩ টাকা। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামও ১১৪.৫ টাকা বেড়েছে।তবে রেস্তোরাঁ শিল্পের সংগঠন ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বাস্তব পরিস্থিতি অনেক বেশি কঠিন।

তাদের দাবি, কাগজে সরবরাহ বন্ধ না হলেও অনেক ডিস্ট্রিবিউটর গ্যাস দিতে পারছেন না। ফলে পরিস্থিতি দ্রুত না বদলালে দেশের বহু শহরে রেস্তোরাঁ বড় সঙ্কটে পড়তে পারে। এমনকী সাধারণ মানুষের প্রিয় খাবারও সাময়িক ভাবে মেনু থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

নয়া রাজ্যপালকে বললেন মমতা

বাংলাকে যাঁরা ভালোবাসেন, বাংলাও তাঁদের ভালোবাসে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাজ্যপাল বদল হয়েছে বাংলায়। তবে তা সত্ত্বেও রাজ্যের ২২তম রাজ্যপাল হিসাবে আর এন রবির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সৌজন্যের নজির। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারে আপ্লুত নতুন রাজ্যপাল। খুশি তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী রবিও।নির্ধারিত সময়মতো বৃহস্পতিবার লোকভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় শপথ গ্রহণ স্থলে পৌঁছননি রাজ্যপাল। কিছুটা আগে চলে আসেন স্ত্রী লক্ষ্মী রবি। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালে স্ত্রীর পরিচয় পাওয়ামাত্র তাঁর কাছে এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পরিবার এগিয়ে আসেন। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর শুরু হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রথা মেনে চা চক্রের আয়োজন করা হয়। ওই চা চক্রের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজে ডেকে নিয়ে যান রাজ্যপাল। দু'জনের আলাপচারিতার মাঝে মমতা রাজ্যপালকে বলেন, ত্বাংলাকে যাঁরা ভালোবাসেন, বাংলাও তাঁদের ভালোবাসে। এরপর বিশ্ববাংলা স্টল থেকে আনা উত্তরীয় রাজ্যপালকে পরিয়ে দেন মমতা। তাঁর স্ত্রীকেও উত্তরীয় পরান। স্ত্রীর পিঠে হাত রেখে রাজ্যপালকে বলেন, আমার সঙ্গে বউদির আগেই আলাপ হয়ে গিয়েছে। গত ৫ মার্চ, আচমকা ইস্তফা দেন প্রাক্তন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। কী কারণে ইস্তফা তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। তা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ বোসের আচমকা সরিয়ে দেওয়ার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেই দাবি করেন। বর্তমান রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছিলেন। ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে দাঁড়িয়ে নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে 'বিজেপির ক্যাডার' বলে তোপ দেগেছিলেন। সেই রাজ্যপালের শপথ অনুষ্ঠানে প্রথমবার সাক্ষাৎ দু'জনের।তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসাবে এতদিন ছিলেন তিনি। সে রাজ্যে থাকাকালীন একাধিক ইস্যুতে ডিএমকে সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন আরএন রবি। বিশেষ করে একাধিক বিল নিয়ে সংঘাত চরমে ওঠে। আরএন রবিকে রাজ্যপাল পদ থেকে সরানো নিয়ে একাধিকবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে আবেদন জানায় ডিএমকে। এই অবস্থায় এবার বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নিলেন রবীন্দ্র নারায়ণ রবি।

একের বেশি সন্তান নিলেই মিলবে কড়কড়ে ২৫,০০০!

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ক্রমশ কমে যাওয়া জন্মহার নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে একটি নতুন জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতি আনতে চলেছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু নেতৃত্বাধীন সরকার গত সপ্তাহে রাজ্য বিধানসভায় একটি খসড়া পেশ করেছে, যার লক্ষ্য পরিবারকে দুই বা তিনটি সন্তান নিতে উৎসাহিত করা এবং একই সঙ্গে নারীস্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও বৃদ্ধদের যত্নের ব্যবস্থা উন্নত করা। সরকারের মতে, অন্ধ্রপ্রদেশে মোট উর্বরতা হার এখন বিপজ্জনকভাবে কমে এসেছে। বর্তমানে রাজ্যে এই হার ১.৫, অর্থাৎ গড়ে একজন মহিলা জীবনে দেড়টি সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখতে সাধারণত ২.১-এর মতো জন্মহার দরকার বলে জনসংখ্যাবিদরা মনে করেন। ২০০৩ সালে, যখন অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা একসঙ্গে ছিল, তখন এই হার ছিল ২.২। গত দুই দশকে তা ধারাবাহিকভাবে কমেছে। এই প্রবণতা শুধু অন্ধ্রপ্রদেশে নয়, দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তামিল নাড়ুতে জন্মহার নেমে এসেছে ১.৩-এ, আর কেরল ও কর্নাটকে তা প্রায় ১.৫। অন্যদিকে উত্তর ভারতের তুলনামূলক দরিদ্র রাজ্যগুলিতে জন্মহার এখনও অনেক বেশি। যেমন বিহারে এই হার ২.৮, আর উত্তর প্রদেশে ২.৬।বিশেষজ্ঞদের মতে, জন্মহার কমে যাওয়া সাধারণত শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নগরায়ণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে যুক্ত। তবে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রভাবও রয়েছে। জন্মহার কমলে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং বয়স্ক মানুষের অনুপাত বাড়তে থাকে। এতে অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়তে পারে এবং ভবিষ্যতে সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার খরচও বেড়ে যেতে পারে।এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার একটি নতুন নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, যাকে তারা বলছে দ্মদ্রদ্মস্তুদ্র দ্বখ ঞ্জ খত্ত্বদ্বত্র ঠ্দ অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বদলে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা। খসড়া নীতিতে পরিবারকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিলে ২৫,০০০ নগদ পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ বছর প্রতি মাসে ১,০০০ পুষ্টি সহায়তা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের জন্য ১৮ বছর পর্যন্ত সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।সরকার বন্ধ্যাত্ব সমস্যায় ভোগা দম্পতিদের জন্যও কিছু উদ্যোগ নিতে চাইছে। প্রায় ১১.৭ লক্ষ দম্পতির জন্য ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন চিকিৎসা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভর্তুকি দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। খসড়া নীতিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কিছু নির্দিষ্ট সমস্যার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে বর্তমানে প্রায় ৬৭.৫ শতাংশ প্রসব সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে হয়, যা দেশের মধ্যে অন্যতম বেশি। সরকারের ধারণা, অনেক বেসরকারি হাসপাতালে আর্থিক লাভের জন্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে সিজারিয়ান করা হয়। এর ফলে অনেক পরিবার প্রথম সন্তানের পর আর সন্তান নিতে আগ্রহী হয় না। নতুন নীতিতে এই হার কমিয়ে ৪০ শতাংশের নিচে নামানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়া কিশোরী গর্ভধারণ কমানো এবং পুরুষদের মধ্যে নির্বীজকরণের হার কমানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

ক্রমশ কমে যাওয়া জন্মহার নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে একটি নতুন জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতি আনতে চলেছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু নেতৃত্বাধীন সরকার গত সপ্তাহে রাজ্য বিধানসভায় একটি খসড়া পেশ করেছে, যার লক্ষ্য পরিবারকে দুই বা তিনটি সন্তান নিতে উৎসাহিত করা এবং একই সঙ্গে নারীস্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও বৃদ্ধদের যত্নের ব্যবস্থা উন্নত করা। সরকারের মতে, অন্ধ্রপ্রদেশে মোট উর্বরতা হার এখন বিপজ্জনকভাবে কমে এসেছে। বর্তমানে রাজ্যে এই হার ১.৫,

স্বাস্থ্য পরিষেবায় দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত ১০,০০০ স্বাস্থ্য সহায়ক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যারা মূলত শিশু, কিশোর এবং বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করবে।অন্ধ্রপ্রদেশে জনসংখ্যার বার্ধক্যও দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে রাজ্যের মধ্যম বয়স ৩২.৫ বছর, যেখানে ভারতের গড় ২৮.৪ বছর। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ এখন ৬০ বছরের বেশি বয়সী, এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে তা ২৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই কারণে বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করাও নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।একই সঙ্গে রাজ্যে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হারও উদ্বেগজনকভাবে কম। অন্ধ্রপ্রদেশে মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ মাত্র ৩১ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় ৩৭ শতাংশ। সরকার মনে করছে, মহিলা কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা গেলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।এই জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের রাজনৈতিক প্রভাব নিয়েও ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন সম্প্রতি সতর্ক করে বলেছেন যে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির জনসংখ্যা তুলনামূলক কমে যাওয়ায় ভবিষ্যতে সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব কমে যেতে পারে। কারণ সংসদীয় আসন নির্ধারণ মূলত জনসংখ্যার ভিত্তিতে হয় এবং দীর্ঘদিন স্থগিত থাকা সীমা পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া আবার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।খসড়া নীতি উপস্থাপন করার সময় মুখ্যমন্ত্রী নাইডু বলেন, রাজ্যের সামনে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাঁর কথায়, এখন যদি আমরা পদক্ষেপ না নিই, তাহলে ভবিষ্যতে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো বড় চাপে পড়তে পারে। সরকারের আশা, এই নতুন নীতি শুধু জন্মহার বাড়াতেই সাহায্য করবে না, পাশাপাশি নারী স্বাস্থ্য, বৃদ্ধদের যত্ন এবং ভবিষ্যতের কর্মশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্বপ্নের মধ্যে মৃত্যু দেখা কি সত্যিই অশুভ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে না এমন মানুষ পাওয়া যায় না। এমন অনেক স্বপ্নই আমরা ঘুমের মধ্যে দেখি যেগুলো পরদিন আর মনেও থাকে না। আবার কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে স্বপ্ন মনে থাকে ছবির মতো। স্বপ্ন যে কেবল সুন্দর হয় তা নয়, অনেকেরই রাতে ঘুমোনো একটা আতঙ্ক কারণ ঘুমের মধ্যে প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখেন।পরিচিত বা প্রিয়জনের মৃত্যু এই দুঃস্বপ্ন দেখেনি এমন মানুষ বিরল। স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম আসতে চায় না। এমন স্বপ্ন দেখলে ভয় পাওয়াও স্বাভাবিক। স্বপ্নে পরিচিত বা প্রিয় মানুষের মৃত্যু দেখা কি খারাপ? স্বপ্নে যদি নিজের মৃত্যুও দেখেন তার অর্থই বা কী? জেনে নিন শাস্ত্র কী বলছে। স্বপ্নে যদি নিজের মৃত্যু দেখেন, সেই অনুভূতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, আদতে এটি একটি শুভ স্বপ্ন। স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দেখা মানে আপনার আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথবা জীবনে এমন কোনও পরিবর্তন আসছে

যা আপনার জন্য শুভ। জীবন থেকে নেতিবাচক শক্তি দূর হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও দেয় এই স্বপ্ন। স্বপ্নে যদি কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু দেখেন সেই স্বপ্নও অশুভ নয়। বাস্তবিক জগতে সেই মানুষকে ঘিরে চিন্তার কারণে এমন স্বপ্ন আসে। স্বপ্নে যে আত্মীয়ের মৃত্যু দেখছেন তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, আয়ু বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, এমন স্বপ্ন উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে আপনার মানসিক সম্পর্ক মজবুত করার ইঙ্গিতও দেয়। কোনও ব্যক্তি বহুদিন ধরে অসুস্থ। এমন ব্যক্তির মৃত্যুর স্বপ্ন যদি দেখেন, সেক্ষেত্রে কি ওই ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি হতে পারে? শাস্ত্র জানাচ্ছে, স্বপ্নে অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু দেখলে সেই ব্যক্তির দ্রুত রোগমুক্তি হতে পারে। এমন কোনও মানুষ যিনি আর পৃথিবীতে নেই। মারা যাওয়ার পরে সেই মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখছেন? শাস্ত্র মতে, এই স্বপ্ন জীবনে কোনও গভীর সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। স্বপ্নে যদি দেখেন, কারও মৃত্যুসংবাদ এসেছে সেক্ষেত্রে শাস্ত্র জানাচ্ছে এটা আসলে জীবনে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তবে সেই পরিবর্তন ভাল হবে না খারাপ তা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

হোয়াটসঅ্যাপে এবার সন্তানের উপর রাখা যাবে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ হোয়াটসঅ্যাপ অনবরত ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে, পরিষেবাকে আরও স্মুদ এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে একের পর এক নতুন ফিচার নিয়ে আসে। এবার এমন এক ফিচার আনল হোয়াটসঅ্যাপের প্যারেন্ট কোম্পানি মেটা যাতে দারুণ সুবিধা হবে বাবা মায়েদের।

বর্তমান সময়ে পড়াশোনা হোক বা স্কুল কলেজের গ্রুপের জন্য, বাচ্চাদের এই জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করতেই হয়। কিন্তু সেটা তারা কেবল কাজের জন্য ব্যবহার করে, নাকি আরও অন্য কিছুর জন্য সেটা সবসময় নজর রেখে উঠতে পারেন না বাবা মায়েরা। এবার সেই সমস্যা সমাধান করতে এই নতুন ফিচার আনল মেটা। এই নতুন হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে ১৩ বছরের নিচের বাচ্চারা। সেখানে থাকবে বাবা মায়েদের জন্য বেশ কিছু সুবিধা। বাবা মায়েরা যাতে কন্ট্রোল করতে পারে সন্তানদের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার তার জন্য একাধিক সেফটি ফিচার থাকবে। কতক্ষণ বা ক'টা মেসেজ পাঠাতে পারবে বা কতক্ষণ কলে কথা বলবে, সবটাই নির্ধারণ করে দিতে পারবেন বাবা মায়েরা। কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, এই নতুন অ্যাকাউন্ট বাবা মায়েদের দাবি মেনেই বানানো হয়েছে, যাঁরা চান সন্তানরা এই মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করুক কিন্তু তাঁদের নজরদারিতে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই নতুন ফিচার চলে আসবে বলে জানা গিয়েছে। বাবা মায়েরা যে অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল করবে

সেখানে অচেনা কোনও নম্বর থেকে মেসেজ এলে, সেগুলো মেসেজ রিকোয়েস্ট ফোল্ডারে চলে যাবে। আর সেই ফোল্ডারে যাওয়ার জন্য পিন দিতে হবে, যা থাকবে বাবা মায়েদের কাছে। এই অ্যাকাউন্টগুলোকে গ্রুপে তখনই অ্যাড করা যাবে যখন বাবা মায়েদের তরফে নিশ্চিত করা হবে। এমনকী গ্রুপে যুক্ত হওয়ার লিঙ্ক, ইত্যাদি বাবা মায়েরা অ্যাপ্রুভ করতে পারেন। তবে এই বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভাল, এই বিশেষ ধরনের অ্যাকাউন্ট বিশ্বের সব জায়গায় উপলব্ধ নাও হতে পারে। হোয়াটসঅ্যাপে আসছে আরও নতুন ফিচার। এই যেমন, এতদিন হোয়াটসঅ্যাপের কোনও গ্রুপে যখন আপনি জয়েন করতেন, আপনার জয়েন করার আগের কথপোকথন কিছুই

দেখতে পেতেন না। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব হবে। এছাড়া ইমোজি দিলেই এবার স্টিকারের সাজেশন পাওয়া যাবে। ধরুন আপনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় রাগ করার ইমোজি টাইপ করলেন। তখন সেটার সঙ্গে মিল রেখে রাগের কোনও স্টিকার হোয়াটসঅ্যাপ নিজে থেকেই আপনাকে সাজেস্ট করবে। অর্থাৎ এর জন্য আপনাকে আলাদা করে স্টিকার অপশনে গিয়ে মানানসই স্টিকার খুঁজতে হবে না। এ হেন আরও বেশ কিছু আপডেট আসছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/12/2026 2:35 PM Page 4

শুরু গন্ডার শুমারি

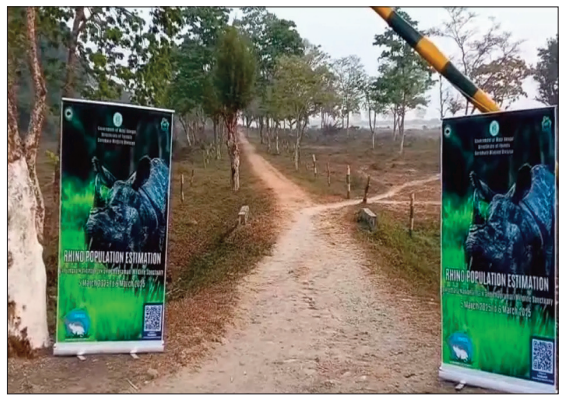

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাজ্যে শুরু হল গন্ডার শুমারি। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের রামসাই, মেদলা, গরুমারা ও চাপড়ামারি অরণ্যে বুধ ও বৃহস্পতিবার ধরে চলবে এই শুমারি। শুমারির প্রয়োজনে এই দু' দিন জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। গরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনের ডিএফও দ্বিজপ্রতীম সেন জানিয়েছেন, শুমারিতে ট্র্যাপ ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া হবে। মোট ১৮০ জনের একটি দল এই কাজ করবে। বন দপ্তর আশাবাদী জঙ্গলে গন্ডারের সংখ্যা বাড়বে। একদিকে যেমন জঙ্গল জুড়ে বসানো হবে ট্র্যাপ ক্যামেরা তেমনি নেওয়া হবে কুনকি হাতিদের সাহায্য। এছাড়াও হাঁটা পথে ও গাড়ি নিয়েও শুমারির প্রয়োজনে জঙ্গলে ঢোকা হবে। ইতিমধ্যেই এই শুমারির প্রয়োজনে দক্ষিণ ধূপঝোড়া এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে দু' দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে প্রথমদিন বনকর্মী ও বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য এবং দ্বিতীয়দিন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের একটি সূত্র জানায়, গত ২০২২য়ে শেষ গন্ডার শুমারি হয়েছিল। সেই শুমারিতে গরুমারার জঙ্গলে ৫৫টি গন্ডারের উপস্থিতির কথা জানা গিয়েছিল। বনকর্মীদের আশা, এবার সেই সংখ্যা আরও বাড়বে।

ভরা বসন্তে 'বর্ষা' নামবে বঙ্গে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। একটি অক্ষরেখ াও বিস্তৃত। জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গে। যার জেরে বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যজুড়ে।সকাল থেকে মেঘলা কলকাতার আকাশ। আজ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।তবে আগামী দু'দিন তাপমাত্রা ফের বাড়বে। উত্তরবঙ্গে বাড়বে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ।বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। একটি অক্ষরেখাও বিস্তৃত।

জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গে। যার জেরে বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যজুড়ে। রবি ও সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হতে পারে। রবিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতাতেও। আজ মহানগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৩ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৮ ডিগ্রি। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উত্তরবঙ্গের উপরে ছয় জেলায়। ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে। বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। রবিবার থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি।

পুরুলিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হচ্ছে বিরল শ্বেতপলাশের চারা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিরল প্রজাতির শ্বেতপলাশ গাছ রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ বনভূমিতে যেখানে লাল পলাশের রক্তিম সৌন্দর্য মুগ্ধ করে, সেখানে শ্বেতপলাশের মতো এক দুর্লভ প্রজাতি প্রায় বিলুপ্তির পথে। এই গাছ ধর্মীয়, তন্ত্রসাধনা ও আয়ুর্বেদিক গুণের কারণে বহুদিন ধরেই মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। তবে অতিরিক্ত চাহিদার কারণে এই গাছ বিলুপ্তির পথে, যা বন দপ্তর ও গবেষকদের চিন্তায় ফেলেছে।পুরুলিয়ার বন দপ্তরের সমীক্ষায় জানা গেছে, জেলার বাঘমুন্ডি, পুঞ্চা ও রাকাবের জঙ্গলে মাত্র ১৫টি শ্বেতপলাশ গাছ অবশিষ্ট রয়েছে। শ্বেতপলাশ গাছ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে নানা ভুল ধারণা। অনেকের বিশ্বাস, এই গাছের আঠা বন্ধ্যত্ব দূর করতে সক্ষম, আবার কেউ কেউ তন্ত্রসাধনার জন্য এর শিকড় ও ডাল ব্যবহার করেন। এসব কারণে গাছের ক্ষতি হচ্ছে। তাই বন দপ্তর ও গবেষকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কৃত্রিম উপায়ে শ্বেতপলাশের চারা তৈরি করে এর বংশবৃদ্ধি ঘটানো হবে।এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিভাগের অধ্যাপক সুব্রত রাহার নেতৃত্বে শুরু হয়েছে টিস্যু কালচার ও অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে শ্বেতপলাশের চারা তৈরি। অধ্যাপক রাহা জানান, মাত্র একটি ডাল থেকেই শতাধিক চারা তৈরি করা সম্ভব এবং ছয় মাসের মধ্যেই নতুন চারা তৈরি হবে। বন দপ্তরের সহযোগিতায় এই চারা পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রোপণ করা হবে।গবেষক সৌরভ গড়াই জানিয়েছেন, শ্বেতপলাশে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে ওষুধ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তবে বন্ধ্যত্ব দূর করার প্রচলিত ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনো মেলেনি। এ বিষয়ে গবেষণা চালানো হচ্ছে।পুরুলিয়ার ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, জেলার শ্বেতপলাশ গাছগুলির দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এবং স্থানীয় মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন। পুঞ্চার রাজনওয়াগড় এলাকায় স্থানীয়রা শ্বেতপলাশ গাছ পাহারার দায়িত্ব নিয়েছেন।এই বিরল প্রজাতির গাছের সংরক্ষণ ও চারা তৈরির এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতে শ্বেতপলাশের বিস্তার ও সংরক্ষণে সহায়তা করবে।

জ্বালানির ভয়ে হালখাতার মিষ্টির বরাত নিচ্ছেন না বিক্রেতারা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ যুদ্ধের আঁচে তরল গ্যাসের ভাণ্ডারে টান পড়ছে। এই সংকট আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তেল সরবরাহকারী গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। পরিস্থিতি এমনই যে বাড়তি টাকা দিয়েও সময়মতো মিলছে না সিলিন্ডার। ফাঁপড়ে পড়েছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। এই অবস্থায় যুদ্ধের ছায়া পড়তে চলেছে পয়লা বৈশাখেও! এমনই আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের। ওইদিন হালখাতা হয় বিভিন্ন দোকানে। বাংলা বছরের প্রথম দিনটি ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে শুরু করেন দোকানিরা। এটাই রীতি। এর জন্য অনেক আগে থেকে মিষ্টির বরাত দিতে হয়। কিন্তু এবছর গ্যাসের জোগান অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় পয়লা বৈশাখের জন্য মিষ্টির বরাত নিতে পিছপা হচ্ছেন অনেকেই। কেউ কেউ এমনও আশঙ্কা করছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে এবারের বাংলা নববর্ষে হয়তো মিষ্টি ছাড়াই হালখাতা সারতে হবে।বাংলা বছরের প্রথম দিনটি ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে শুরু করেন দোকানিরা। এটাই রীতি। এর জন্য অনেক আগে থেকে মিষ্টির বরাত দিতে হয়। কিন্তু এবছর গ্যাসের জোগান অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় পয়লা বৈশাখের জন্য মিষ্টির বরাত নিতে পিছপা হচ্ছেন অনেকেই। কেউ কেউ এমনও আশঙ্কা করছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে এবারের বাংলা নববর্ষে হয়তো মিষ্টি ছাড়াই হালখাতা সারতে হবে।মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, চলতি মাসের গোড়ায় ডিলারদের পক্ষ জানানো হয়, বাড়ির রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরবরাহ করা হবে। তারপরে দোকানদারদের কমার্শিয়াল গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কমার্শিয়াল গ্যাসের যা চাহিদা থাকে, তার মাত্র ৪০ শতাংশ পাওয়া যাচ্ছে। কোনও কোনও ডিলার কমার্শিয়াল গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন। ভয়ে দোকানদারদের ফোন পর্যন্ত তাঁরা ধরছেন না। আর এই পরিস্থিতিতেই পয়লা বৈশাখের আগে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কারণ, গ্যাস ছাড়া মিষ্টির দোকান এখন অচল। বড় বড় মিষ্টি দোকানে কাঠের উনুন অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক না হলে মিষ্টি দোকান চালানো মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।হুগলির রিষড়ার প্রখ্যাত মিষ্টি প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধার অমিতাভ দে বলেন, বাণিজ্যিক গ্যাসের পরিষেবা থমকে যাওয়ায় মিষ্টান্ন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাটাই এখন আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আমরা মিষ্টির অর্ডার নিতে পারছি না। পয়লা বৈশাখ ও হালখাতা হয়তো এবার মিষ্টি ছাড়াই পালন করতে হবে।বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার অমিল হতেই মিষ্টির দোকানে সকালের টিফিনের কচুরি, সিঙাড়া, গজার মতো নোনতা মুখ রোচক খাবার তৈরি বন্ধ করে দিয়েছে উত্তরপাড়ার নামী মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। ওই মিষ্টান্ন সংস্থার কর্ণধার পলেশু মান্নার কথায়, দমিষ্টি ব্যবসার লাইফ লাইন হলো গ্যাস। কিন্তু গ্যাসের সিলিন্ডার না মেলায় নতুন অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/12/2026 2:35 PM Page 5

এই প্রথম বাংলার মাটিতে জাফরান চাষ

কাশ্মীরের বহুমূল্য মশলা এবার কালিম্পংয়ে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ শুধু কাশ্মীর নয় বিশ্বের অন্যতম বহুমূল্য মশলা, জাফরান-এর চাষ এবার পশ্চিমবঙ্গেও।

বিগত গত কয়েক মাসে একদিকে কালিম্পং এবং কার্শিয়ং-এর কৃষকরা যেমন ব্যক্তি উদ্যোগে সাধারণ পদ্ধতির জাফরান চাষের চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে মাটি, অ্যারোপনিক্স এবং হাইড্রোপনিক্স -এই তিন প্রক্রিয়ায় জাফরান চাষের চেষ্টা করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড এগ্রি-বিজনেস ম্যানেজমেন্ট -এর পরীক্ষাগারে।জাফরান চাষের মূল শর্তই হল তাপমাত্রা। দিনে ১৪ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতে তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত এই তাপমাত্রা মেলে।অনলাইনে কাশ্মীরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাত্র পাঁচশো গ্রাম বীজ (বাল্ব) কিনে এনে নিজের জমিতে তিন মাস আগে চাষ শুরু করেন মহেন্দ্র ছেত্রী নামে এক কৃষক। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই চারা বার হওয়ার পরে ফুলও চলে আসে। আর ফুলের পরাগদণ্ড রোদে শুকিয়ে নিলেই তৈরি জাফরান। বাজার ধরার জন্য কোফাম-কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মহেন্দ্র। উৎপাদিত জাফরানের গুণমান পরীক্ষার জন্য কাশ্মীরেও পাঠানো হয়। সেখান থেকে সবুজ সংকেত আসায় পাহাড়ে অর্থকরী ফসল চাষের সঙ্কট মিটবে বলে মনে করছেন কোফামের কর্তারা। বিশেষ করে কমলা বাগানে জাফরানের মিশ্র চাষ হলে পাহাড়ের কৃষকদের অর্থের জোগান বাড়বে বলে মনে করেন তাঁরা।উদ্যানতত্ত্ববিদদের কথায়, মাটিতে চাষ একটি সাধারণ পদ্ধতি হলেও, অ্যারোপোনিক্স হল কোনওরকম সাবস্ট্রেট ব্যবহার না করেই বাতাসে বা কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে গাছপালা বাড়ানোর প্রক্রিয়া। আর হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে গাছকে পূর্ণ-সময়ের জন্য জলে ঝুলিয়ে রাখা বা জল এবং পুষ্টির একটি বিরামহীন প্রবাহ বজায় রাখা হয়।কোফাম-এর প্র্যাকটিক্যাল ডেমোনস্ট্রেটর অমরেন্দ্র কুমার পাণ্ডে সংবাদমাধ্যমে বলেন, তবাংলায় প্রথমবার এই মশলা চাষ হচ্ছে। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে প্রকল্পটি শুরু করেছিলাম। কালিম্পং-এ ফুল ফোটায় আমরা এখন সাফল্য অর্জন করেছি। আমরা এখন কৃষকদের চাষের পদ্ধতি শেখাব এবং তাদের বিপণনেও সাহায্য করব। জাফরান চাষের মূল শর্তই হল তাপমাত্রা। দিনে ১৪ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতে তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত এই তাপমাত্রা মেলে। এছাড়া, শিলিগুড়ির কোফাম ল্যাবে সেই অনুযায়ী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।